মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৯২৯

পর্ব-৬: যাকাত (كتاب الزكاة)

পরিচ্ছেদঃ ৭. প্রথম অনুচ্ছেদ - উত্তম সদাক্বার বর্ণনা

بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ

আরবী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وأبدأ بِمن تعول» . رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسلم عَن حَكِيم وَحده

বাংলা

১৯২৯-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) ও হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ)হতে বর্ণিত। উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ উত্তম হলো ওই সদাক্বাহ্ (সাদাকা) যা স্বচ্ছল অবস্থায় দেয়া হয়। আর সদাক্বাহ্/দান শুরু করতে হবে ওই ব্যক্তি হতে যার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমার ওপর বাধ্যতামূলক। (বুখারী; ইমাম মুসলিম এ হাদীসটিকে শুধু হাকীম ইবনু হিযাম থেকে বর্ণনা করেছেন।)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ১৪২৬, ৫৩৫৬, মুসলিম ১০৩৪, নাসায়ী ২৫৪৪, মুসান্নাফ ‘আবদুর রাযযাক্ব ১৬৪০৪, আহমাদ ৯২২৩, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৪৩৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৭৬৯, সহীহ আল জামে আস্ সগীর ৩২৮১।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: সর্বোত্তম সদাক্বাহ্ (সাদাকা)/দান কোনটি তা নিয়ে বেশ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে, ঐ দান সর্বোত্তম যা দান করার পরও বাকী সম্পদের দ্বারা দানকারীর সার্বিক প্রয়োজন পূরণ হয়। কারো মতে, সর্বোত্তম ঐ দান যা ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে তারপর দান করা হয়। অর্থাৎ যে সম্পদ দান করা হচ্ছে সে সম্পদের প্রতি যেন দানকারীর কিংবা দানকারীর ওপর ভরণ-পোষণের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন না থাকে। ইমাম আল্ কুরতুবী তার আল্ মুফহাম (المفهم) গ্রন্থে বলেন, সর্বোত্তম দান হলো সেটি যেটি দানকারীর নিজের এবং তার পরিবারের অধিকার পূরণ করে দান করা হয় এবং দানকারীকে যেন দান করার পর অন্য কারো নিকট হাত

পাততে না হয়।

অত্র হাদীসে স্বচ্ছলতা (غني) বলতে যা বুঝাচ্ছে তা হলো, এতটুকু সম্পদ ব্যক্তির মালিকানায় থাকা যা দ্বারা তার অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাগুলো যেমন- অত্যধিক ক্ষুধার সময় খাদ্য, লজ্জাস্থান ঢাকার মতো কাপড় এবং নিজের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এসব প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া বৈধ নয় বরং হারাম। যদি এ মুহূর্তে ব্যক্তি অন্য কিছুকে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে প্রকারান্তরে নিজেকে সে ধ্বংস এবং ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যা বৈধ নয়। সকল অবস্থায় ব্যক্তির নিজের অধিকার সংরক্ষণ অগ্রাধিকার পাবে। তবে নিজের প্রয়োজন মিটানোর পর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া বৈধ হবে।

ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ দান করা বৈধ কি-না সে ব্যাপারে ‘আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, আমাদের মত হচ্ছে, যে ব্যক্তির ওপর ঋণ নেই এবং তাঁর সঙ্কটকালে বা দরিদ্রাবস্থায় তার ওপর ধৈর্য ধারণ করবে এমন পরিবার রয়েছে সেমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির জন্য তার সমস্ত সম্পদ দান করা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)। তবে উপর্যুক্ত শর্তাবলী পূরণ না করা হলে এরূপ দান মাকরূহ (অপছন্দনীয়)। ইমাম তাবারী (রহঃ) ও অন্যরা বলেন, জমহূরের (অধিকাংশ ‘আলিমের) মত হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি তার শারীরিক ও মানসিক সুস্থাবস্থায় এবং এমন অবস্থায় থাকে যে, তার ওপর কোন ঋণের বোঝা নেই এমনকি সে দান করার পরবর্তী সময়ে আসন্ন দরিদ্রাবস্থা ও সঙ্কটকালে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে এবং তার পরিবারও নেই বা যারা আছে তারা ধৈর্য ধারণ করবে তাহলে উপর্যুক্ত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে তার সমস্ত সম্পদ দান করে দেয়া তার জন্য বৈধ। যদি বর্ণিত শর্তাবলীর একটি শর্তও পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার জন্য এরূপ করা মাকরূহ।

কারো কারো মতে, কেউ যদি তার পুরো সম্পদ দান করে দেয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। দানকারীকে ফেরত দেয়া হবে। তবে কেউ কেউ বলেছেন, দানকারী যদি সমস্ত সম্পদ দান করে তাহলে তাকে দানকৃত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ বাদে দুই-তৃতীয়াংশ ফেরত দেয়া হবে। এটি আওযা‘ঈ ও মাকহূল (রহঃ)-এর শর্ত। মাকহূল থেকে অর্ধেকের অতিরিক্ত ফেরত দেয়ারও একটি মত পাওয়া যায়। ইমাম তাবারী বলেন, উপর্যুক্ত মতগুলোর মধ্যে বৈধতার দিক থেকে প্রথম মতটি আমাদের নিকট সঠিক বলে মনে হয়। আর মুস্তাহাব হওয়ার দিক থেকে মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দান করার মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ এ মতটির মাধ্যমে আবূ বাকর (রাঃ) কর্তৃক তার সমস্ত সম্পদ দান করার হাদীস ও কা‘ব ইবনু মালিক-এর হাদীস, যে হাদীসে তাকে উদ্দেশ্য করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, ‘তোমার কিছু সম্পদ তোমার নিকট রাখো। এটাই তোমার জন্য উত্তম, এর মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব।’

অত্র হাদীসের দ্বিতীয়াংশ ‘তুমি দান শুরু করবে তোমার পোষ্যদের দান করার মাধ্যমে’। এর অর্থ হলো, সর্বপ্রথম খরচ বা দান করতে হবে তাদেরকে যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দানকারীর ওপর রয়েছে। যদি তাদের দান করার পর অতিরিক্ত কিছু থাকে তাহলে তখন তা অপরিচিতদের মাঝে দান করা যাবে। হাফিয ইবনু হাজার আল্ আসক্বালানী বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যদের দান করার পূর্বে নিজ এবং নিজের পরিবারের ওপর খরচ/দান করতে হবে। এ হাদীস দ্বারা ইসলামী শারী‘আতের একটি মূলনীতি সাব্যস্ত হয় যে, (الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية) অর্থাৎ শার‘ঈ বিষয়াবলী বা কর্মসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে, তারপরে তৎপরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56489

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন